দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পরীক্ষা ঃ দুঃখ বলি কারে!

শিক্ষা, বিশেষ করে পরীক্ষা, এমন একটা বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, এ নিয়ে ভাবতে গেলে—'দুঃখ জানাই কারে' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করার থাকে না। কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে অভিভাবক মহল পর্যন্ত সকলেই পরীক্ষায় অসাধু আচরণ তথা নকলবাজি নিয়ে উদ্বিগ্ন। সকলেরই দাবি, নকলবাজি বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষা তথা শিক্ষার কোনো অর্থ থাকে না। কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কঠোর থেকে কঠোরতর করে তোলার চেষ্টারও কার্পণ্য করছেন। পরিস্থিতিতে কিন্তু উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে না। এ অবস্থায় একান্ত অসহায়ত্ব আর চরম হতাশা ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর হওয়াই স্বাভাবিক।

গত শনিবার দিনাজপুর সরকারী কলেজে যা ঘটে গেছে তা অবশ্যই চরম বেদনাদায়ক। তবু কোনো বিশেষণই যেন মনোভাব প্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত মনে হয় না। সরকারী কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষায় একজন 'ছাত্রনেতার' নকলবাজিতে বাধা পড়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে একজন পুলিশসহ পঞ্চাশজন আহত হয়েছেন, লাঠি আর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হয়েছে এবং দু'হাজার একচল্লিশজন পরীক্ষার্থীর ঐদিনের পরীক্ষা পণ্ড হয়ে গেছে। আশংকা করা চলে, এর জের ধরে আরো কিছু ঝামেলা পোহাতে হবে। এমন একটা অবস্থাকে কি বলা যেতে পারে?

নকলবাজি বা অসদুপায় অবলম্বন কোনো নতুন ব্যাপার নয়। কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী সব কালেই এমন অপচেষ্টা করতেন। তবে ব্যাপারটা এমন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। নকল যারা করতেন, তারাও এর নিন্দনীয় দিকটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাধা পেলে তাই নত মস্তকেই শাস্তি মেনে নিতেন। আজ অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শাস্তিদান তো পরের কথা, বাধা দিলে জান বাঁচানো মুশকিল হয়। গোটা পরীক্ষাই বানচাল হয়ে যায়। আর এসব দুঃখজনক অবস্থার উদ্ভব ঘটে 'নেতৃত্বের মর্যাদামণ্ডিত' শিক্ষার্থীদের অন্যায় আচরণের সমর্থনে। নেতাদের অনুসরণ করেই অন্যেরা পথ চলবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের তাই দোষ দেয়ারও উপায় থাকে না। কোন পথে এর থেকে পরিত্রাণ আসতে পারে তার আন্দাজও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের পরিণত বয়েস ও মনের অধিকারী হওয়ার কথা। এ পর্যায়ে নেতৃত্বে তাই কাপল্য বা ছেলেমি প্রশ্রয় পেতে পারে না। এদের মাঝেই যদি মর্যাদাবোধের এমন অভাব ঘটে যে, অসদাচরণের অধিকার নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তোলার লজ্জাও কাউকে স্পর্শ করবে না, তখন শিক্ষার অসারতা নিয়েই নিশ্চিত হতে ইচ্ছে করে। পণ্ড হয়ে যাওয়া পরীক্ষা নিয়ে দুঃখ করার কারণ থাকে না। আমরা মনে করি এমন কঠোর মনোভাব নিয়েই এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার। মূল ঘটনার সঙ্গে সামান্যতম যোগ আছে এমন সকল শিক্ষার্থীর ব্যাপারেই কঠোর হতে হবে। ডিগ্রী কেবল একটা শিক্ষার পর্যায়ই নয়, মর্যাদারও দ্যোতক। পরীক্ষার হলে লঙ্কাকাণ্ড বাধানোর নায়কেরা অনুরূপ মর্যাদার যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন না। এই আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হলেই কেবল চেতনা ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

একই সঙ্গে আমরা মনে করি, ছাত্র নেতৃত্বের মান নিয়েও ভাবার প্রয়োজন আছে। ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে যেহেতু এখন জাতীয় পর্যায়ের স্বকৃতীর যোগ রয়েছে, এর সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনের সাফল্য আর আচরণের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচ্য করা সম্ভব। তেমন অবস্থায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার আশংকা হ্রাস পেতে বাধ্য। 'পেশাদার ছাত্র নেতৃত্ব' বিলুপ্ত করা সম্ভব হলে শিক্ষা তথা পরীক্ষার পরিবেশ সন্তোষজনক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে। কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের আবেদন, দিনাজপুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কিছু ব্যবস্থা নিন, যাতে আর সকলেরও কান খাড়া হয়। মনে রাখতে হবে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কঠোরতাই সর্বোত্তম মমতা।